Centre for Science and Environment (CSE) India
41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-62
www.cseindia.org

Coastal Development Partnership (CDP)
53/1 & 53/2 West Agargaon, Shere Banglanagar, Dhaka-1207

-ঃ প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ-

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন ঃ প্রেক্ষিত সুন্দরবন

ইন্ডিয়ান এনজিও-এর ভাষ্যমতে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ ভারতের সুন্দরবনে বেশি পড়েছে মূলত আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘাটতির জন্য। বাংলাদেশ সুন্দরবনও একই সমস্যার সম্মুখীন! দুই দেশের বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়ে এই সমস্যার সমাধানসূত্র খুজে বের করার চেষ্টা করলেন ঢাকায় আয়োজিত এক যৌথ কর্মশালায়।

ঢাকা, ২৮ শে ডিসেম্বর ২০১১, বুধবারঃ
এটা সর্বজন বিদিত যে, সুন্দরবন বিশ্বের অন্যতম জীব-বৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকা, যা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক হুমকীর সম্মুখীন। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ছাড়াও ভারতের সুন্দরবন অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পরিকল্পনার অভাব ও আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রতি উদাসীনতার ফলে। নয়াদিল্লির গবেষণা ও অধিপরামর্শকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট (সিএসই)'র প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

সিএসই এবং বাংলাদেশভিত্তিক গবেষণা ও অধিপরামর্শকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি) যৌথভাবে ঢাকার বিআইএএম মিলানায়তনে আজ ২৮ শে ডিসেম্বর ২০১১ (বুধবার) "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন ঃ প্রেক্ষিত সুন্দরবন" বিষয়ক দিনব্যাপী এই কর্মশালার আয়োজন করে।

সিএসই গবেষণাপ্রত্রটি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশের সুন্দরবনে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকী মোকাবেলায় একটি যৌথ গঠনমূলক কার্যক্রমের পদক্ষেপ নেয়া। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বঙ্গোপসাগরের উপরিতলের তাপমাত্রা বেড়েছে প্রতি দশকে ০.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস যেখানে বৈশ্বিক সমুদ্রতলের তাপমাত্রা বেড়েছে প্রতি দশকে ০.০৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতার চেয়ে বেশি। এমনকি বিগত ২৫ বছরে এই অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বছরে ৮ মিলিমিটার হারে বেড়েছে যা বৈশ্বিক বাৎসরিক গড় উষ্ণতার দ্বিগুণ। এছাড়া বিগত ১০ বছরে গড়ে সুন্দরবন অঞ্চলের এর ৫.৫ বর্গকিলোমিটার জমি বিলিন হয়ে গেছে, পাশাপাশি এই অঞ্চলে ঘূর্নিঝড়ের প্রবণতা ২৬ শতাংশ বেড়েছে যা উদ্বেগজনক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পরিবর্তনগুলো জনগণের জীবনের সাথে খেলা করছে কিন্তু এই অঞ্চলের উন্নয়নের ঘাটতির কারণে স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরও ভারত তাদের অঙ্গীকারের প্রতি উদাসীনতা দেখাচ্ছে। এমনকি বিগত বছরগুলোতে উন্নয়নের মুল ধারা থেকে সুন্দরবনকে ব্যাপকভাবে অবহেলিত এবং বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। একদিকে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে অন্যদিকে সীমিত জমির এবং গ্রামীন সম্পদেও সার্বিক অব্যবস্থাপনার কারণে কৃষির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে ও দারিদ্র হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে জমি কমে যাচ্ছে, লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এমনকি ব্যাপক পরিমানে নষ্ট হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, "সামাজিক-অর্থনৈতিক চাপে সুন্দরবনের পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে। ফলে মানুষের জীবন-জীবীকা ও জীব-বৈচিত্র্যের উপর নানামূখী প্রভাব পড়ছে।"

সিএসই'র ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচির প্রধান চন্দ্র ভূষণ বলেন, "ভারতের সুন্দরবনকে কখনো উন্নয়নের মূল পরিকল্পনার মধ্যে যুক্ত করা হয়নি যা এই অঞ্চলের ভূমি অব্যবস্থাপনার চিত্র দেখে বুঝা যায় । এখনও এখানে পরিকল্পনার

অব্যবস্থা প্রকট। যেমন, বৈদ্যুতিকরনের ক্ষেত্রে সৌর-শক্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্বেও জাতীয় গ্রীড থেকেই সুন্দরবনে বিদ্যুত পৌছানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যা আইলার মত সাইক্লোন হলে পুরোপুরি ধ্বংশ হয়ে যাবে।

সিএসই'র সিনিয়র কোর্ডিনেটর ও গবেষক আদিত্য ঘোষ বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে সুন্দরবনকে বাচাতে হলে সর্ব প্রথম প্রয়োজন এই এলাকার উন্নয়ন। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে এই এলাকার উন্নতি ঘটবে যা এই এলাকার জনজীবনকে জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকেও রক্ষা করবে"।

সিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ জাহঙ্গীর হাসান মাসুম বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি কোন রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সুন্দরবনের জন্য প্রয়োজন আঞ্চলিক প্রতিবেশিক সংহতি ও একটি স্বচ্ছ পরিকল্পনা"।

কোস্ট ট্রাস্ট্রের নির্বাহী পরিচালক ও ইক্যুইটিবিডি'র প্রধান সমন্বয়ক রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন "সুন্দরবনকে কার্বন বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করে উন্নত দেশগুলোর কাছে কার্বন কমানোর দাবীকে ছাড় দেওয়া যাবে না। বস্তুতপক্ষে কার্বন বাণিজ্য একটি ধোকাবাজীমূলক সমাধান"।

সিএসই গবেষকদের মতে, উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে আর্থিক খরচের বিষয়টি জড়িত। দুই দেশের যৌথ পরিকল্পনাই ই নির্ধারন করবে এই উন্নয়নের ব্যায়ভার কে বহন করবে। এ প্রসঙ্গে চন্দ্র ভুষণ বলেন, "উন্নয়নের খরচ প্রক্রিয়াটি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে ধাপে ধাপে বাড়বে এবং এই খরচ আন্তর্জাতিক স্তরে বহন করতে হবে"। তিনি আরো বলেন "কানকুনে অনুষ্ঠিত ১৬তম জলবায়ু পরিবর্তন কনফারেন্স অব পার্টিস (কপ) এ কিছু দেশ প্রস্তাব করেছিল যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যেভাবে সংগ্রাম করে চলেছে করছে তার জন্য উন্নত দেশগুলো ক্ষতিপূরণ দেবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকারের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করা ছাড়া এটা সমাধান করা সম্ভব নয়। সুন্দরবন অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং আমাদের নিজ নিজ দেশ থেকে এই উদ্যোগ নিতে হবে প্রথমে। এটা এমন একটা বিষয় যা বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জরুরী"।

কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিসিএএস এর নির্বাহী পরিচালক ড. আতিক রহমান, আইআইইডি'র সিনিয়র ফেলো ড. সালিমুল হক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক শারমিন্ড নিলোরমী, এনসিসিবি'র মিজানুর রহমান বিজয়, অক্সফাম জিবি'র আঞ্চলিক নীতি সমন্বয়ক জিয়াউল হক মুক্তা, প্রধান বন সংরক্ষক ইসতিয়াক উদ্দীন আহমেদ, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মিজান রহমান খান, বিসিএএস এর সিনিয়র ফেলো খন্দকার মাইনুদ্দিন, নজরুল ইসলাম মঞ্জু এমপি ও ব্রাক ইউনিভার্সিটির নন্দন মুখার্জী প্রমূখ। ###

প্রয়োজনেঃ
জ্যোতির্ময় চৌধুরী, সিএসই, ০১৯৬০৬৮৩৮৪২
মাহবুব হাসান, সিডিপি, ০১৭১৬৫৬৯২১২